সংবাদ

015

তারিখ ... ৪.10.৮৮ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ কলাম ... ১ ...

২৬জন শিক্ষকের দুর্ভাগ্যের কাহিনী

নওগাঁতে বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬জন প্রাথমিক শিক্ষক তিন মাস যাবৎ বেতন না পেয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে কোনমতে কায়ক্লেশে জীবিকা-নির্বাহ করছেন। খবরটি উদ্বেগজনক।

দেশে শুধু আর্থিক সংকটই তীব্র হয়নি, বন্যার কবলগ্রস্ত হয়ে মানুষ অশেষ দুর্দশায় পড়েছে। এই ২৬জন শিক্ষক শুধু বেতন না পেয়ে কষ্টে আছেন এমন নয়, বন্যার ফলে যে বিপর্যয় মানুষকে দিশেহারা করছে, তা থেকে তারা মুক্ত আছেন এমন মনে করার কারণ নেই। সুতরাং তাদের জীবনে বিপদ একা আসেনি।

খবরেই বলা হয়েছে, এদের কেউ কেউ চাল ডাল বিক্রি করে, আইসক্রীম বেচে দিন গুজরানের চেষ্টা করছেন, কেউ বা গৃহ-শিক্ষকতা করে বাঁচার পথ খুঁজছেন। এ যেন নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণখণ্ড ধরে বাঁচবার দুরাশা। আজকের দিনে একদিন বেতন না পেলে ছা-পোষা মধ্যবিত্ত চোখে অন্ধকার দেখেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তো নিম্ন মধ্যবিত্তের শেষের ধাপে আছেন। সেখানে একদিন দু'দিন নয় একাধিক্রমে তিনমাস বেতন ছাড়া তারা কী দু:সহ জীবনযাপন করছেন, তা কল্পনা করাও কঠিন।

যথানিয়মে তারা প্রাথমিক শিক্ষকপদে নিযুক্ত হয়েছেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা আবেদন করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছেন এবং কৃতকার্য হয়েছেন মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি তাদের প্রার্থী পদে মনোনীত করেছে।

তারা চাকরি লাভের নিয়ম-কানুনের সব ঘাট পার হয়ে এসেছেন। হঠাৎ করে মাঝপথে তাঁদের বেতন দেওয়া বন্ধ হল কেন?

এর একটা ব্যাখ্যা নওগাঁ সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার দিয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নেয়া হয়েছে, সুতরাং সংশ্লিষ্ট দফতরের উর্ধ্বতন মহল থেকে নির্দেশ ব্যতীত বেতন দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ ভুলের মাশুল হতভাগ্য শিক্ষকরা কেন দেবেন, সে কথা তিনি উল্লেখ করেননি। মঞ্জুরীকৃত পদের তুলনায় অধিক শিক্ষক নিয়োগ করার দায়দায়িত্ব কী এই বেতন না পাওয়া শিক্ষকদের? ২৬ জন শিক্ষকের এই বেতন না পাওয়ার খবরটি পাঠানো হয়েছে পত্রিকা অফিসে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ছাপা হয়েছে ২৭শে সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ এখন তিন দিন আগেই ৪ মাস চলে গেছে তাদের বেতন দেয়া হয়নি।

শিক্ষক হিসেবে তারা বাড়তি এ যুক্তি মানলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসার কেন এতদিনেও এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না? তিন মাস ধরেও তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া সম্ভব হয়নি? দোর গোড়ায় প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, সদর দফতরে দালান উঠছে, নলকূপ বসছে, যারা জনগণের কাছে প্রশাসন তুলে ধরবেন তাদের থাকার ব্যবস্থার জন্য কাজ চলেছে ও কাজ হয়েছে। কিন্তু তারা প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য তিন মাসেও একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। দোর গোড়ায় দেখা যাচ্ছে আমলাতন্ত্রই জাঁকিয়ে বসছে। কারণ সুতার টান তো রাজধানীতে। সেখানে সচিবালয়ে ফাইল নাকি এমনিতে নড়াচড়া করে না। তেল মাখার কড়ি নাকি এখন সবখানেই অভীষ্ট লাভের চিচিং ফাঁক। দুষ্টজনে এসব কথা বলে, আর যেহেতু এ কড়ি খাতাপত্রে ওঠে না। সুতরাং সব বানোয়াট ও মিথ্যা বলে প্রতিবাদ আসে অভিযোগ উঠাতে না উঠাতে। 'যা রটে তা বটে' অন্তত: সবটা না হলেও কিছুটা তো সত্যি। এটা অবিশ্বাস করার মতো জোর পাওয়া যায় না, আবার প্রমাণাভাবে বিশ্বাসটা শূন্যে নিরালম্ব হয়ে ঝুলতে থাকে। সুতরাং এধরনের কথা মনে উঁকি ঝুঁকি মারলেও তাকে নিজের মনেই চোখ রাঙিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়।

এক্ষেত্রে হয়তো সেরকম কিছু ঘটেনি। তবে যা ঘটেছে তাতে বোঝা যায় যে, ফাইলটা তিনমাসেও কোথাও স্তূপে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। অথবা ওঠানামার ২৭টা সিঁড়ি ভাঙ্গা এখনও শেষ হয়নি। তাই শিক্ষকরা চাল, ডাল, তরিতরকারি বিক্রি করুক আর আইসক্রীম বিক্রি করুক, তাতে কিছু আসে যায় না।

উপরের স্তরের আমলা ও স্থানীয় ভাগ্যবানদের ছেলেমেয়েদের জন্য 'শিশুনিকেতন' রাতারাতি গড়ে তুলতে অসুবিধা হয় না। অনুমোদনগুলো অলিম্পিক দৌড়ের প্রতিযোগীদের মতো পড়িমরি করে ছুটে ফাইলে হাজির হয়। আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেলায় শিক্ষক বাড়তি হয়।

হয়তো এ থেকে একটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। দেশে হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি আছে। নওগাঁতে এসে তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের পাত্র উপচে পড়ছে। কর্মদক্ষতার বলে শুধু কোটা পূরণ হয়নি, তা ছাড়িয়েও গিয়েছে। কিন্তু এমন কর্মদক্ষতার খেসারত আজ নওগাঁর ২৬জন প্রাথমিক শিক্ষককে বইতে হচ্ছে।

আমাদের শুধু জানতে ইচ্ছে করে যে, মঞ্জুরীকৃত পদের চেয়ে বেশি শিক্ষক নেয়া হল কেন, আর এখন এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ভাবছেন সেটাও তাদের জানানো উচিত। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বসে এবং আরও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোনমতে জীবনধারণের ব্যবস্থাটা তারা করেছেন। এখন তাদের বেতন না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেই সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শিক্ষা অফিসার নিজের কর্তব্য পালন করছেন।

যাই বলা হোক না কেন, তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত অর্থ তাড়াতাড়ি দেয়ার ব্যবস্থা হোক, তারপর যেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গলদটা কোথায় দূর করার চেষ্টা করেন। এ আরজটা কী তারা শুনবেন?